

ওয়েস্টফেলিয়া শান্তি চুক্তি – ১৬৪৮

ইউরোপীয়ান রিফরমেশনের মাধ্যমে খ্রিস্টান ধর্ম ২ ভাগে বিভক্ত হয়ে পরে- ক্যাথলিক (যারা পোপের পক্ষে ছিলো) এবং প্রটেস্ট্যান্ট (যারা পোপের বিপক্ষে ছিলো) । প্রটেস্ট্যান্টের নেতা ছিলেন জার্মানির ধর্ম সংস্কারক **মার্টিন লুথার**। এর রিফরমেশনের ফলে ইউরোপে ৩০ বছর ধরে ধর্ম যুদ্ধ চলে। অতঃপর ১৬৪৮ সালে জার্মানির ওয়েস্টফেলিয়া শহরে ৩টি শান্তি চুক্তি হয় যার মাধ্যমে ৩০ বছরের ধর্ম যুদ্ধের সমাপ্তি হয়।

এ সময় ৩টি চুক্তি হয়ঃ

১. পিস অফ মুনস্টারঃ ডাচ-স্পেনের মধ্যে (৮০ বছরের যুদ্ধের অবসান হয়)

২. মুনস্টার চুক্তিঃ রোমান-ফ্রান্স

৩. ওসনারাক চুক্তিঃ রোমান-সুইডেন

ফলাফলঃ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শুরু ও আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারণা স্থাপন (Modern nation-state system)

ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব (১৬৮৮-৮৯)

১৬৪৮ সালে ওয়েস্টফেলিয়া শান্তিচুক্তির মাধ্যমে ইউরোপে ক্যাথলিক-প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যকার ৩০ বছরের ধর্ম যুদ্ধ শেষ হয়। এরপর ইংল্যান্ডের রাজা ২য় জেমস পুনরায় ক্যাথলিকতন্ত্র চালু করতে চান। কিন্তু এবার তার বিরোধিতা করেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যগণ (House of Lords) । এই বিপ্লবে পার্লামেন্টের সদস্যগণ সুবিধাজনক স্থানে নিজেদের নিতে সক্ষম হন এবং **১৬৮৯** সালে ইংল্যান্ডে ঐতিহাসিক **Bill of Rights** পাশ করেন।

ফলাফলঃ এর ফলে **ইংল্যান্ডে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা** পায়। **১৭০৭** সালে গ্রেট ব্রিটেনে পার্লামেন্ট চালু হয় যা পৃথিবীর প্রাচীনতম সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থার সূচনা করে।

বি. দ্র.: ইংল্যান্ডে ১২১৫ সালে পার্লামেন্ট চালু হয়

গ্রিসঃ প্রাচীনতম গণতন্ত্র
ব্রিটেনঃ প্রাচীনতম সংসদ

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৭৭৫-৮৩)

ব্রিটেনের বণির সম্প্রদায় আমেরিকার **১৩ টি অঙ্গরাজ্যে** তাদের উপনিবেশ গড়ে তুলেছিলো। **১৭৭৩** সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে **“চা আইন”** পাশ হলে এর মার্কিনীরা ইউরোপীয় বণিকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ **“বোস্টন চা পার্টি”** আয়োজন করে যেখানে চা ভর্তি জাহাজ আটলান্টিক মহাসাগরে ফেলে দেয়া হয়। বলে রাখা ভালো, আমেরিকা এবং বাংলাদেশ ছাড়া আর কোনো দেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র নেই। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটেনের পক্ষে সেনাপতি ছিলেনঃ **লর্ড কর্নওয়ালিস**

পরবর্তীতে **০২ জুলাই, ১৭৭৬ – থমাস জেফারসন** আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করেন এবং **আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন**।

তার ২দিন পর, **০৪ জুলাই, ১৭৭৬ আমেরিকার কংগ্রেসে এই ঘোষণাপত্রটি পাস হয়**। তাই **আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসঃ ০৪ জুলাই**.

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ফ্রান্স সরাসরি আমেরিকাকে সমর্থন করে। ফলে ফ্রান্সের অর্থনীতিতে সংকট দেখা দেয় এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্সে ফরাসি বিপ্লব হয়। আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের ১১০ বছর পর, ফ্রান্স আমেরিকাকে **১৮৮৬ সালে স্ট্যাচু অব লিবার্টি উপহার দেয়**। অন্যদিকে ফরাসি বিপ্লবের ১০০ বছর পর আমেরিকা ফ্রান্সকে **১৮৮৯ সালে আইফেল টাওয়ার উপহার দেয়**।

আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়কঃ **জর্জ ওয়াশিংটন**

ফলাফলঃ ১৭৮৩ সালে প্যারিসে ১ম ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটেন আমেরিকার স্বাধীনতা মেনে নেয়। [২য় ভার্সাই চুক্তিঃ ১৯১৯]

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-৬৫)

স্বাধীনতার প্রায় ১০০ বছর পর, ১৮৬১-৬৫ সালে আমেরিকায় একটি গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয় **southern states** এবং **northern federal states** এর মধ্যে। এই গৃহযুদ্ধে **northern federal states** জয়ী হয়।

গৃহযুদ্ধ চলাকালীন আমেরিকার ১৬তম প্রেসিডেন্ট ছিলেনঃ **আব্রাহাম লিংকন**, যাকে **সং প্রতিবেশী নীতির প্রবক্তা** বলা হয়।

ফলাফলঃ আব্রাহাম লিংকন – **১৮৬৩ সালে দাসপ্রথার বিলুপ্তি ঘটান**, কিন্তু ১৮৬৫ সালে তিনি উইলক্স বুথ নামক আততায়ীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হন।

আব্রাহাম লিংকনের বিখ্যাত উক্তিঃ **Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the Earth.**

ট্রাফালগার যুদ্ধ (২১ অক্টোবর, ১৮০৫)

ইউরোপে সামরিক শক্তির দিক দিয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলো স্প্যানিশ সাম্রাজ্য যা তৎকালীন নেপলিওনের অধীনে ছিল। ইউরোপে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করার জন্যে তাদের সামনে ছিলো শুধু একটি বাধা, যা ছিলো ব্রিটেনের দি রয়েল নেভি। এই যুদ্ধে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে স্পেন ও ফ্রান্স যৌথ ভাবে যুদ্ধ করে।

স্প্যানিশ ৩৩টি যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে এডমিরাল **ভিলনভস স্পেনের কেপ ট্রাফালগারের কেডিজ** নামক স্থানের দিকে রওনা দেয়। অপরদিকে ২৭টি ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ এডমিরাল **নেলসনের** নেতৃত্বে এগিয়ে যায় যুদ্ধের দিকে। সকাল ১১ টার দিকে লর্ড নেলসন তার জন্মভূমি ইংল্যান্ডে একটি বার্তা পাঠায়, যাতে লেখা ছিলোঃ **“প্রত্যেকটি সৈনিক নিষ্ঠার সাথে তার দায়িত্ব পালন করবে”**।

এই যুদ্ধে প্রায় ৮০০০ ফ্রেঞ্জ-স্প্যানিশ সৈন্য মারা যায় এবং প্রায় ৭০০০ ফ্রেঞ্জ-স্প্যানিশ সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। অপরদিকে ব্রিটেনের প্রায় ২০০০ সৈন্য মারা যায়। যুদ্ধে ফ্রেঞ্জ-স্প্যানিশ নৌবাহিনী ব্রিটিশ রয়েল নেভির কাছে আত্মসমর্পণ করে। ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সেনাপতি এডমিরাল **নেলসন এই যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।**

এটি ব্রিটেনের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় নৌ-বিজয় হিসেবে গণ্য করা হয় কারণ ১ম বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত কোনো দেশ ব্রিটেনকে এত গুরুত্বর ভাবে আক্রমণ করে নি।

ট্রাফালগার স্মারঃ সেন্ট্রাল লন্ডন, ইংল্যান্ড

ওয়াটারলু যুদ্ধ (১৮ জুন, ১৮১৫)

পক্ষঃ ফ্রান্স বনাম ব্রিটেন, প্রুশিয়া (জার্মানি) সহ মোট ৭টি দেশের জোট

বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসের কিছুটা দূরে সোনিয়ান বনাঞ্চলের পাশে ওয়াটারলু-এর অবস্থান। ব্রিটিশ সৈন্যদের নিয়ে এখানে হাজির হয়েছেন ব্রিটিশ সেনাপতি আর্থার ওয়েলসলি। তখন সকাল বেলা, গতরাতে বৃষ্টি হয়েছে, ফলে রাস্তা ভেজা। তখন প্রুশিয়া সেনাপতি ব্লুচার ও তার সৈন্যরা সেখানে পৌঁছায়নি-তারা পৌঁছেছিলো দুপুরের দিকে। ব্রিটিশ-নেদারল্যান্ডস-প্রুশিয়াদের যৌথ বাহিনীতে প্রায় ৬৮ হাজার সৈন্য ছিলো। ওয়াটারলু-এর পাশে সোনিয়ান বনভূমি ব্রিটিশ সৈন্যদের একটি প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো। বনভূমির অপরদিকে ঢালু জমিতে নেপোলিয়ন তার সেনাদের নিয়ে সমাবেত হয়েছিল। কিন্তু বৃষ্টির কারণে রাস্তা ভেজা থাকায় নেপোলিয়ন তার সকল কামান নিয়ে আসতে পারেনি। যদিও ফ্রান্সের কামান সংখ্যা ব্রিটিশদের যৌথ বাহিনীর কামান সংখ্যার চেয়ে বেশি ছিলো।

এ অবস্থায় নেপোলিয়ন একটি কৌশলগত ভুল করে বসে, যার খেসারত তাকে দিতে হয়েছিল যুদ্ধে পরাজিত হয়ে। নেপোলিয়ন ভেবেছিলো দুপুরের দিকে রাস্তা শুকিয়ে গেলে সকল কামান নিয়ে এসে ব্রিটিশদের হারিয়ে দিবে। কিন্তু সকালে যদি নেপোলিয়ন আক্রমণ করতো, তাহলে তার সামনে থাকতো শুধুমাত্র ব্রিটিশ-নেদারল্যান্ডস যৌথ বাহিনী। কারণ, প্রুশিয়া সৈন্যরা দুপুরের দিকে এসে পৌঁছেছিলো।

বেলা ১১ টার দিকে যুদ্ধ শুরু হলে ফ্রান্স বেশ সুবিধাজনক স্থানে চলে আসে এবং ব্রিটিশদের ক্যাম্প দখল নিতে থাকে। কিন্তু দুপুরের দিকে প্রুশিয়া সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছালে ব্রিটিশ সেনাপতি ওয়েলসলি প্রুশিয়া সেনাপতি ব্লুচারকে অন্যদিক দিয়ে ফ্রেঞ্চ সেনাদের আক্রমণ করতে বলে। ব্রিটিশ-নেদারল্যান্ডস-প্রুশিয়া মিলিত আক্রমণে ফ্রেঞ্চ বাহিনী পরাজিত হয় এবং আত্মসমর্পণ করে।

যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বেলজিয়াম থেকে দেশে ফিরলে ফ্রান্সে নেপোলিয়নের রাজনৈতিক সমর্থন কমে যায়। ফলে নেপোলিয়ন তার ছেলেকে সম্রাট ঘোষণা করে আমেরিকার উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়েন। কিন্তু বন্দরে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর টহলের ফলে তা আর হয়ে ওঠে না। নেপোলিয়ন জানতেন, তিনি প্রুশিয়াদের সাথে যেরকম ব্যবহার করেছেন, এতে যদি তিনি প্রুশিয়া সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন, তবে তাকে সহিতে হবে নিদারুণ যন্ত্রণা। তাই তিনি ব্রিটিশ নৌবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। পরবর্তীতে ১৮শ লুই ফ্রান্সের ক্ষমতা দখল করেন।

উল্লেখ্য রাজা ১৬শ লুইয়ের পতনের মাধ্যমে ফ্রান্সে ফরাসি বিপ্লবের সমাপ্তি হয়। ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল দূর্গ আক্রমণের মাধ্যমে ফরাসি বিপ্লবের সূচনা ঘটে।

ব্রিটিশ নৌবাহিনী নেপোলিয়নকে আটলান্টিক মহাসাগরের ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করে, এবং ০৫ মে, ১৮২১ সালে মারা যান।